প্রেমাঘাত

সুব্রত ঘোষ

১

হে মেঘ বালিকা
তোমার নিঃসঙ্গ চোখে, তোমার সিক্ত ওষ্ঠে
আমি দেখেছি অভিরাম প্রেমাশ্রু খেলা।

দেখেছি কেমন উন্মুক্ত সুখ ঘুরে ঘুরে মরে
ঐ অস্তিত্বের সুভাসে, ঐ হৃদয়ের চারপাশে –
ঠিক যেন ভোরের নিরলস পথিক।

উৎসুক হয়ে দেখেছি সব বিলাসিতা।
দেখেছি কেমন চূর্ণ হয় শরীর!
কেমন করে নিঃস্ব হয় প্রেম!

কে জানতে চায় হৃদয়ের ব্যথা। অভিমান।
তবু একা হিমালয়ের মতো জেগে আছে চোখ, মুখ

যেমন করে জন্ম হয় সভ্যতার ইতিহাস।
এ দরবারে ঠিক সেইরূপ শূন্যতা হবে কেনা;
পেরিয়ে আসা পথ আজও বিষণ্ণতা ভরা
আজও আমি একা। বড়োই একা বৈশাখী –

২

নির্জন ভোরে তোমার উত্তপ্ত নিশ্বাস
চোখে পড়ে। মনেহয় মুহূর্তে মাতাল হয়ে ফিরি
স্বপ্নের সীমানায়; যেখানে নিষিক্ত সময়
পৃথিবীর মতো ছুটে। ছুটে বিশ্বাস, ছুটে ভালোবাসা
মাঝরাতে তবু গড়াগড়ি খায় আলোকবর্ষ নীরবতা।

আমি এক লহমায় ফিরে পেয়েছি জীবন
যেমন করে চাঁদ খোঁজে পায় অন্য চাঁদকে
ঠিক যেন দূরন্ত বালিকার চোখের মতো
এসেছিলে একদিন। মনে আছে বৈশাখী!

অসহায় এ আলোকবর্ষ প্রেম আজ
একাকী মাথা খুঁটে মরে, কতো রাত জন্ম নেবে
নিঃস্ব আশ্বাস! উন্মাদ হৃদয় কেন আজও
মাতাল হতে চায় ঐ সিক্ত প্রেমে?
কেন নির্বাসিত হতে চায় শরীর, যা কিছু
অর্ধনারীশ্বর, যা কিছু বৈধ প্রেম?

৩

ঐ গোপন ওষ্ঠে আমার নিশ্বাস আজও
অন্তহীন প্রেমে ডুবে যেতে চায়

ঐ চাঁদ চোখে নিস্তব্দ রাত্রি তুলে এনেছিলে একদিন
বলেছিলে তোমার হৃদয় হবো আমি
তুমি হবে সারথি আমার সকল চাওয়া-পাওয়ার।

কোটি প্রেমিকের ভিড়ে আজ তুমি স্বপ্নের রানী।
স্বপ্নের প্রেয়সী। তবু কেন কাঁদো একা একা, কেন?

সামাজিক দাবানলে সকলেই রাজা, সকলেই নির্বাক

বৈশাখী আজও তুমি প্রেমিকা আমার। আজও তুমি
এ হৃদয়ের এক ছোট্ট হৃদয়। তবে কেন
এতো অসহায় আমাদের অশরীরী প্রেম?

হৃদয় সম্রাজ্ঞী ওগো তোমার বিরহ পীড়িত চোখে
আজও কেঁদে উঠে হৃদয়। আজও নিশ্বাস সবুজ নিশানায়
খোঁজে ফেরে সেই সুখ, সেই উষ্ণ আলিঙ্গন।

তোমার সুখের দিনে তবু: মন ভালো নেই। মন ভালো নেই।

৪

মেঘমুক্ত ভোরে কখনও কাছে আসো
কখনও চলে যাও দূরে ঐ কামুক দেবতার পাশে

নিঝুম রাতে এলোমেলো তারাদের ভিড়ে
সেই শৈবাল মুখ, সেই ফ্যাঁকাসে চাঁদ মুখ
কেন মনেপড়ে সকল সুখে, অভিমানে?

চলে যাওয়াই নয় শেষ বেলার অভিমান
মুখ ফিরিয়ে থাকাই নয় সব নিস্তব্দতার কারন

ভালোবাসো। দেখবে কেমন করে আস্ত পৃথিবী
তোমার ইশারায় নেচে উঠে দিন-রাত

কাছে ডাকো। দেখবে কেমন করে হেলায়
হারিয়ে যায় সব সামাজিক বদ্ধ প্রাচীর

কেমন করে অগ্নেয়গিরি দগ্ধ করে সকল
পাষাণের শূন্য হৃদয়। শুধু একবার কাছে ডাকো

দেখবে ঠিক সেদিনের মতো নির্বাক হবো। পথিক
হবো ঐ নীল চোখের তাঁরায় রঙিন শরীরে

৫

আমার চারপাশে তোমার অনাথ প্রেম
আজও উন্মাদ হয়ে ছুটে। যেমন পৃথিবী ছুটে
পৃথিবীর হয়ে। এ আগ্নেয়গিরি সন্মুখে আমি একা
তোমার ঐ বর্ণহীন নিশ্বাসের মতো

তুমি দিয়েছ তারে ভালোবাসা, সুখ, তৃষ্ণা
সীমাহীন আশ্বাসে বাড়িয়ে দিয়েছ অগ্রিম শপথ।
কেন? তবে কেন আধারে ঢেকেছে পথ?

নিরুত্তর থাকা অপরাধ নয়, ক্ষোভে, ঘৃণায় –

অবোঝ প্রেমিকা তবু তারে দিতে চায়
ভালোবাসা, ঘৃণা, বেওয়ারিশ অভিমান

কাছে পেতে চায় যত আদিম চুম্বন
আদিম সুখ। ওগো চাঁদ   কে তুমি?

কোন যৌবন সুখে উঠলে মেতে এ
শূন্যতার চারপাশে? বলো তুমি বলো

হে হৃদয়হীনা –

৬

ঐ রক্তকরবী চোখে, ঐ পুষ্প মুখোরিত ওষ্ঠে
আজও হৃদয় চায় শেষবার ডুবে যেতে

চারপাশে এখন যত শৈবাল ভিড়
আমি পারি না তাকে হেলায় উড়িয়ে দিতে

এ নিঃশ্বাস পেতে চায় তোমার ঘ্রান
তোমার যাবতীয় দুঃখ, কষ্ট, ঘৃণা –

ওগো অভিমানিনী। অনায়াসে পাথর ভাঙ্গেছি বহু
নিমেষে গুড়িয়ে দিয়েছি সামাজিক দেওয়াল
তবুও তুমি বেমালুম?

পারি নি প্রাসাদ বানাতে। পারি নি চাঁদ এনে দিতে –
এনেছি হৃদয়। গড়েছি মাটির ঘর।

ভালোবাসাই সব। হিমশৈল নয়! ঐ নিষ্ঠুরতা নয়!

ভালোবাসি। আজও ঠিক সেদিনের মতো –
স্বপ্নের সীমানায় এখনও দেখি তোমার আনাগোনা

নির্বাক। তবু আমি নির্বাক। ঐ শাখা, বালা, সিঁদুরের কাছে।

৭

চারপাশে অকৃপণ নিস্তব্দতা
হাড় পতনের শব্দ কানে বাজে

প্রাচীন প্রেমিকার মতো চোখ তুলে ভোরের শহর

মেঠো পথে ভেসে আসে সুর বীণার ঝংকারে

যে সুর আমায় তন্ন তন্ন করে খোঁজে আনে তোমার সাম্রাজ্যে।

অস্পষ্ট পদচিহ্নে দেখেছি তোমার সকল অভিমান
তোমার গন্তব্যের শেষ ঠিকানা, শেষ অভিযান
সেই সুখে তছনছ হৃদয়।

যত দূর চোখ যায়, যত দূর নিঃশ্বাস পড়ে
ততদূর আমি শুধু তোমার হতে চেয়েছি বৈশাখী –

এ নির্জনতা। নিঃসঙ্গতা। এ অকৃপণ ভালোবাসা –
আজও তোমার সুখে নির্বাসিত হতে চায়, অতি উৎসাহে

যেমন করে জোয়ার এসে আছড়ে পড়ে পারে
সীমাহীন বিরুদ্ধতায়। তেমনি হতে চেয়েছি তোমার
হৃদয়ের ছোট্ট একটি হৃদয়।

৮

নিরুত্তর প্রতীক্ষায় ভেঙেছে পাহাড়
থরে থরে সেজে উঠেছে বিপন্ন হৃদয়
জানি, সম্পূর্ণা তুমি। প্রয়োজন নেই -
কবিতার সাজ। প্রেম। অহেতুক ভালোবাসার

ঐ সাজানো সময়ের প্রেমিকা তুমি
যেখানে তোমায় ঘিরে বেসামাল অলীক সুখ
নীরবে বনভোজন সারে।

ছলনা নয়। ঘৃণা নয়। সাজানো হিসেব নয়।

হে হৃদয়হীনা
কেন আজ স্তব্দ তুমি ঐ চাঁদের মতো?
কেন পুরুষালি সুখ মাথাখুঁটে শেষ নিশ্বাসে?
কেন? বলতে পারো -
আমার বিজন দিনের জীয়নকাঠি

হে স্বর্গের দেবী।

৯

তোমার নাম ধরে ডাকা। তোমার
নিশ্বাসে হারিয়ে যাওয়া। ইশারায়
কাছে আসা। ভালোবাসা। বিশ্রাম।
তোমার জন্য সাজিয়ে রাখা ফুলদানি
আসলে অভিনয় সবই অভিনয়।

জন্ম নিয়ে অভিনয়। অভিনয় মৃত্যু নিয়ে।
হৃদয়ে স্বপ্ন জুড়ে আরও কত অভিনয় –
পাশাপাশি লাগামহীন প্রেম, ঘৃণা
প্রেমিকার অবহেলা। বঞ্চনা। অপমান
অভিনয় সব অভিনয়, শুধুই অভিনয় –

সত্যি কি তাই! সত্যিই কি তাই!
তবে কি কোনদিন, কোনও বসন্তের ভোরে
কোনও গোধূলির শেষ নিশ্বাসে
যে রুপে মাতাল করেছ নিঃস্ব মরুভূমি
তবে কি তা অভিনয়! শুধুই অভিনয়!

১০

আমি পেয়েছি তোমার ঠিকানা
ঐ বিবর্ণ চাঁদের ক্রন্দন সুরে, যেখানে
নিমেষেই উড়ে আসে মৃত্যু পরোয়ানা

চোখে চোখ রেখে তোমাতে মাতাল হয়ে
বুকে পাথর চেপে, পাথরে বুক চেপে
দেখেছি ফেলে আসা নগ্ন অতীত

যে গান শুনিয়েছিলে কানে কানে
শরীরে শরীরে; আজও আমি বন্দক
রেখেছি সেই সুর হৃদয়ের ক্যানভাসে

এখনও বিনিদ্র রাতে শুনি ঐ পদধ্বনি
যার প্রতি অভিযানে চূর্ণ চূর্ণ হয়
আমার বিষণ্ন শরীর। আমার অস্তিত্ব।

কেন এতো কাছে আসো, ভেঙ্গে ফেলো শূন্যতা?

এখনও প্রতি মাইল নিঃসঙ্গতা জুড়ে
তুমি শুধু তুমি হে বৈশাখী –

১১

আমার সকল নষ্ট পাপ, নষ্ট শরীর
আজ জমা রেখেছি তোমার চারপাশে

যেখানে একরাশ বিষন্নতা জন্ম নেয়
ঐ রক্তিম বনভূমির মতো –
সেইখানে হবে কবির শেষ বিসর্জন।

যে মুখ আজও দেখেনি নিস্তব্দ রাতে
তার কাছেই একদিন রেখছিলাম
তোমার চাঁদ জড়ানো ছোট্ট হৃদয়
যা কখনও কাছে আসার নয়।

এখন অন্তিম আশ্বাসে ভালোবাসা আসে;
কৃত্রিম চোখে, মুখে যা কিছু ফ্যাঁকাসে প্রেম
যত লজ্জাহীন কাপুরুষতায় পাশে বসে।

তুমি চেয়েছিলে সেইসব প্রেম, যেখানে
শুকনো রক্তের ঘ্রাণে পথ হারিয়ে যায়
মেঘের ফাঁকে! ক্ষমা করো। আমি অসহায়। নির্বোধ।

১২

তুমি বলে গেলে নির্বোধ প্রেমের দাপটে
এখানে উঠেছে রক্তমাখা বিষ
যেন দানবিক সুখ আর অভিশাপ

তোমার চোখের মতো জনবহুল চারিদিক
তবু নিঃস্ব তুমি? তুমি নির্বাক?

কোন খেয়ালে হারিয়েছ পথ?
নীরবে গোপন রেখেছ এগিয়ে যাবার নিরেট শপথ

এ জন্ম যেমন অবহেলিত, বঞ্চিত
সেইরুপ লাঞ্ছনা, উপহাস আজ উপহার

কতোটুকু নেবে তুমি সংগ্রাম ছাড়া
বলো। তুমি বলো হে স্বর্গের দেবী!

চেয়েছিল কবি যৎসামান্য অঙ্গীকার
তোমার ছোঁয়ায় হবে জোনাকি আর তাঁরার সংসার

স্বপ্নের সুখে আজ স্বপ্নই হাসে
থাক তবু আর নয়। নীল পাথর হবো এবার।

১৩

লক্ষ তাঁরার ভিড়ে আমি প্রেমিক তোমার
যে রাতে তুমি একা ঐ কৃষ্ণচূড়ার মতো -
সেইরাতে তোমার সঙ্গী হবো আমি

শুধু একবার স্বপ্নের মাঝে বলে দিও
তুমি একা বড়ো একা।

এ নিকোটিন মুখে আজও সেই চুম্বন সুখ
লেগে আছে। আজও সেই স্পর্শ সুখে,
সেই উষ্ণ প্রেমের আশ্বাসে, আমি
অনায়াসে চূরমাড় করে দিতে পারি
সহস্র সমুদ্রের লৌহ বাধন।

যত শূন্যতা বয়ে আনে তোমার ঐ
রঙিন দুটি চোখ, কোমল দুটি চোখ
সেইরুপ শূন্যতায় ভোগে এ বিপন্ন হৃদয়।

যে সাম্রাজ্যে মিশে আছো তুমি। সুখে আছো
তুমি। সেইখানে হবো আমি তোমারি ভৃত্য।

১৪

সারা পৃথিবীর বুকে আমি একা নাগরিক।
শীত, গ্রীষ্ম ভেঙ্গে কতো পথ হারিয়েছি
ঠিকানা ছাড়া! কতো রাত হয়েছি নির্বাসিত
তুমি ছাড়া, জানো হে হৃদয়হীনা।

থাক। আজ তুমি হারিয়ে ফেলেছ আমার কবিতা।
ভালোবাসা। যত শব্দের প্রাচীন সংলাপ।
প্রাচীন দেয়ানেয়া আজ সব গড়াগড়ি খায়
তোমার হারিয়ে ফেলা বর্ণহীন ক্যানভাসে।

এখানে পেয়েছি অগ্রিম প্রেম। পেয়েছি
নামহীন প্রেমিকার নীল শরীর। তুমি
কি দেখেছ তাকে? কেমন করে উড়ে
আসে মুখে, বুকে হৃদয়ে!

সে তোমায় চেনে ঠিক সেদিনের মতো
সেই রুপে। সেই সাজে।

তুমি কি দেখেছ তাকে, বৈশাখী?

১৫

সকল শব্দহীন মেঘের কোমলতায় আমি
তোমার স্বার্থহীন চাওনি তুলে রেখেছি;
যেমন করে মোহনায় এসে মিলিয়ে যায় নদী।

কিছুটা অলংকৃত করা তোমার ঔরস
নূতন কোনও ভোরে আজও জীবনদায়ী।

আমি দেখেছি ঐ গোপন ইশারায়
মেতে উঠা সকাল তোমার কাছে কীরুপে
ভিক্ষা মাঘে, সামান্য বেঁচে থাকার শেষ প্রচেষ্টায়।

আজ বছর হল, তোমার সেই চাঁদ মুখ,
তোমার সেই গোলাপি ওষ্ঠের মায়াময় রুপ;
লাজ্জায় লুটিয়ে পরা তোমার যৌবন -
তছনছ করে না আমার নির্বাক থাকার শপথ।

আমার জীবন-যৌবনের অসীম সাগরে,
যে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলে অসীম সুখে -
সেই সুখ ক্ষোভে, অভিমানে যেন আজ নির্বাক।

১৬

সহস্র মানুষের ভিড়ে দেখেছি তোমায়।
কতকাল প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ, নির্বাক;
নিঝুম রাতে চলে গেছো তবু একা একা –
সময় কেড়েছে যৌবন, কেড়েছে তোমায়

সুখে থেকো বৈশাখী। আজ যদি মৃত্যু আসে,
আসে বিধ্বংসী ঝড়, পরোয়া করি না আর

যেখানে তোমার নিশ্বাস মুখ ফিরিয়ে থাকে
এ বিষাক্ত প্রেমের ভয়ে; বিষাক্ত
নিশ্বাসে ভয়ে; সেই হৃদয়ের চারপাশে
আজও তুমি একই আছো বৈশাখী।

মাঝরাতে হাহাকার করে বিপন্ন শরীর
এ আতর্নাদ আজ শুনবে সকল পথিক

যদি মনেপড়ে কখনও স্বপ্নের ঘোরে
কখনও বঞ্চিত পথিকের অসীম ব্যথায়
মনেরেখ পাশে আছি। আজও পাশে আছি।
